দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3
১৮ই আষাঢ় ১৩৯৫ বং
৮৮-191

শিক্ষাঙ্গনে

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালুর উপায়

সরকার আগামী '৯০ সনের মধ্যে দেশে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপজেলায় কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

দেশে বর্তমানে ৩৮ হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু রয়েছে। এগুলোর শিক্ষক সংখ্যা ১ লাখ ৮০ হাজার। দেশের বিভিন্ন উপজেলায় আরও ৬ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু আছে। চলতি সনে ২টি করে প্রত্যেক উপজেলায় বেসরকারী বিদ্যালয়কে সরকারী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, দেশের প্রতিটি উপজেলায় ১০/১৫টি বেসরকারী বিদ্যালয় রয়েছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছুসংখ্যক বেসরকারী বিদ্যালয়কে সরকারী বিদ্যালয় হিসেবে চালু করা হয়েছে। ঐসব বিদ্যালয়ে ৩/৪ জন করে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।

আজও দেশে নতুন নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী উঠেছে। তবে, এ দাবী বিশেষ তদন্তাধীনে বিচার করা দরকার। নচেৎ, অংকুরেই ওগুলোর প্রতিষ্ঠা বিফল হবে।

সাবেক আমলের উন্নয়ন প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা এখনও সন্তোষজনক নয়। প্রতিষ্ঠাকালে ঐসব বিদ্যালয় প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যেই মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু ওগুলোতে আজ যেমন প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই; তেমনি নেই প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।

কোন কোনটি বিগত ২৫ বছরের মধ্যেও সংস্কার করা হয়নি।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদার নিরিখে ওগুলোকে সঠিকভাবে চালু করতে হলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫ জন করে শিক্ষক নিয়োগ একান্ত অপরিহার্য। কারণ, ঐগুলোর প্রতিটিতেই ৩/৪শ' করে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে ঐসব বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও আসবাবপত্র দিয়ে চালু করলে পল্লীর ৮৫ ভাগ ছাত্রের লেখাপড়ার বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ঐসব বিদ্যালয় এলাকাগুলো স্বাভাবিকভাবেই বাধ্যতামূলক বিদ্যালয় এলাকার রূপ গ্রহণ করবে। বলা বাহুল্য, উন্নয়ন প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পাশাপাশি একাধিক বিদ্যালয়ও চালু রয়েছে।

দেশে কেবল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেই যে লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি হবে এমন বলা চলে না। বিদ্যালয়গুলোকে সঠিকভাবে চালু করতে না পারলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

দেশের ৬৮ হাজার গ্রামের ৩ ভাগের ২ অংশে একটি করে বিদ্যালয় রয়েছে। দেশের সব গ্রাম সমান নয়। কোন কোন গ্রামের লোকসংখ্যা কম। এ হিসেবে প্রতিটি গ্রামেই যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা নিতান্তই অযৌক্তিক। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে ২/৩টি গ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

আমাদের মতে, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের বিত্তবান ও বিদ্যোৎসাহী লোকদের সাহায্যে স্কুল গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং ওগুলো তাদের নামে চালু করা যেতে পারে। এতে সরকার বিরাট আর্থিক সংকট থেকে রেহাই পাবে। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন গ্রামে মক্তব, মসজিদ, মাদ্রাসা এমনকি স্কুল, কলেজ বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তিদের নামে সগৌরবে চলে আসছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সঠিকভাবে চালু রাখার একমাত্র পন্থা হচ্ছে, দেশের বিত্তবান ও বিদ্যোৎসাহী লোকজনকে এ মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে বিদ্যালয়গুলো তাদের নামে চালু করা। তা হলে তারা প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে বিশেষ উদ্যোগ নেবে। মোট কথা, দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে যুগোপযোগী ভিত্তিতে চালু করতে পারলেই ওগুলো স্বাভাবিকভাবেই বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়ের রূপ গ্রহণ করবে, শিক্ষার মান উন্নত হবে এবং শিক্ষিতের হারও দ্রুত বাড়তে থাকবে।

—আবু মোহাম্মদ আদীল